দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN 3 1 1999
তারিখ ... পৃঃ ২৮ কলাম ... ২

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

"ময়মনসিংহ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে তুঘলকি কাণ্ড" শীর্ষক জনকণ্ঠে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ৩ জানুয়ারি '৯৯ তারিখে বহুল প্রচারিত জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী সম্পর্কিত সংবাদটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এপেক্স প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহের ভাবমূর্তি এবং এর পরিচালকের নিজস্ব ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্যই সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে। সংবাদটির বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত বক্তব্য বিষয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ক্যাম্পাসে প্রতিটি সরকারী বাসভবনের বিদ্যুতের মিটার রয়েছে এবং মিটার রিডিং অনুসারে সরকারী বাসভবনে বসবাসকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিদ্যুত বিল আদায় করা হয়। সুতরাং গত এক দশক ধরে বৈদ্যুতিক মিটার নেই– এ তথ্যের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়নি। (সরেজমিন পরিদর্শন প্রার্থনীয়)
বিদ্যুত বিলের ভর্তুকি হিসাবে ১০ বছরে ১৫ কোটি টাকা দিতে হয়েছে– এ তথ্যটিও আদৌ সত্য নয়। কারণ প্রতিবছর বিদ্যুত খাতে নেপের বরাদ্দ প্রায়ই এক লাখ বিশ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে ১৫ কোটি টাকার ভতুর্কি 'দেয়ার বিষয়টি অযৌক্তিক এবং অতিরঞ্জিত।

২. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী প্রথমিক বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বোর্ড অব গবর্নর্স এ সকল প্রশিক্ষণের বাজেট অনুমোদন করে থাকে। সরকারী নীতিমালা অনুসারে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বাজেট থেকে আনুষঙ্গিক ব্যয়, অংশগ্রহণকারী ও তথ্যজ্ঞ কর্মকর্তাদের ভ্রমণ ভাতা ও সম্মানী দেয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি কোর্সে আনুষঙ্গিক অর্থাৎ কাগজ, কলম, ফাইল ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ের অনুমোদন থাকে। ফলে স্পট কোটেশনের লোকাল টেন্ডারের মাধ্যমে অধিকাংশ স্টেশনারি ক্রয় করা হয়। ক্রয়কৃত মালামাল গুদামজাত করে চাহিদাপত্রের ' মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ সব সম্পূর্ণই অর্থ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। অতি সম্প্রতি নিরীক্ষা দল আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষণ করেছে। ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে নিরীক্ষা দলের কোন আপত্তি নেই।

৩. পিস কোর সম্পর্কিত তথ্যটি ভিন্নভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হলো পিস কোরকে নেপের পুরুষ হোস্টেলের তৃতীয় তলা প্রশিক্ষণ সাইট হিসাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়। তারা তৃতীয় তলার হাইজেনিক ওয়াশ, স্যানিটারি ফিটিং, ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামাদি স্থাপনে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করে। পিস কোরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে হোস্টেল কমিটি বর্ণিত কাজসমূহ সম্পাদনে সহযোগিতা করে।

৪. পরীক্ষক, টেবুলেটর নিয়োগ সি-ইন-এড বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। বোর্ডের পরিচালনা পক্ষ (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ) একত্রিত হয়েই পরীক্ষক, টেবুলেটর পূর্ব নির্ধারিত প্যানেলের থেকে নিয়োগ দিয়ে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম, ত্রিপিটক প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্র সংখ্যা কম এবং এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষক-প্রশিক্ষক না থাকার প্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রে একজনকেই একাধিক ধর্ম বিষয়ে পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। নেপের পরিচালকের একক সিদ্ধান্তে এ সকল নিয়োগ প্রদান করা হয় না।

৫. ময়মনসিংহ পিটিআই-এর ইনস্ট্রাক্টরকে নেপে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসাবে নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি সত্য নয়। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাকে উপপরিচালক (প্রশাসন) হিসাবে নিয়োগ দানের ক্ষমতা পরিচালকের নেই। একাডেমীতে সাধারণত একাডেমিক বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রেষণে বদলি করে থাকে। কর্মকর্তাদের যোগদানের বিষয়ে স্বজনপ্রীতির অভিযোগটি পুরোপুরিটি ভিত্তিহীন।

৬. দি ক্যাডেট কোচিং সেন্টারের সাথে একাডেমীর কোন সম্পর্ক নেই। বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘটনাটি আদৌ সত্য নয়। অধিকন্তু এ বছর বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। পিটিআই-এর প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান একাডেমীর এখতিয়ার বহির্ভূত।

৭. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন বিষয়ক জাতীয় কমিটি শ্রেষ্ঠ পিটিআই নির্বাচন করে থাকে। পরিচালক, নেপ ঐ কমিটির একজন সদস্য মাত্র। পরিচালকের পছন্দ-অপছন্দের ওপরই পিটিআই নির্বাচন করা হয় না। শ্রেষ্ঠ পিটিআই নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কিছু যোগ্যতা রয়েছে, যার ভিত্তিতে জাতীয় কমিটি শ্রেষ্ঠ পিটিআই নির্বাচন করে থাকে।
চলতি বছর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি মূলত বন্যা পরিস্থিতির কারণে বিলম্বিত হয়েছে এবং এ পুরস্কার বিতরণ আয়োজনটি পরিচালক, নেপের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত অনুচ্ছেদে বক্তব্যসমূহ বিবেচনা করে আপনি সন্তুষ্ট হবেন যে, প্রকাশিত সংবাদটি তথ্যভিত্তিক নয় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর পরিচালককে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতিবেদনটি করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটেই বর্ণিত অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ঢাকা থেকে উর্ধতন রিপোর্টারকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী পরিদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছি।

ডঃ মোঃ আনোয়ারুল আজিজ
পরিচালক,
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী,
ময়মনসিংহ।